কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৮তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৮তম সভা গত ২৪/৩/২০০৮ খ্রি. তারিখ সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করেন। জনাব নির্মল কুমার সাহা, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কার্যপত্র জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী-কে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম ও ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৫৬তম ও ৫৭তম (বিশেষ) সভা যথাক্রমে গত ২৩/৭/২০০৭ইং ও ১২/৮/২০০৭ইং তারিখ ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী দুটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৭/৮/২০০৭ ইং তারিখের ২০০(২৫) সংখ্যক ও ২৩/৮/০৭ইং তারিখের ২৭৪ (৬০) সংখ্যক স্মারকদ্বয়ের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণী দু'টির উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরূপ মতামত বা মন্তব্য না করায় পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৬তম এবং ৫৭তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী দু'টি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ আমন/২০০৭-২০০৮ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আমন/২০০৭-০৮ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান (১) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ১টি জাত (ক) ব্রি হাইব্রিড ধান-২ (২য় বর্ষ), (২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর ১টি জাত (ক) সুপার হাইব্রিড ধান এস এল-৮ এইচ (২য় বর্ষ), (৩) এ আর মালিক এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ এর একটি জাত (ক) বিজয়-৩ (২বর্ষ); (৪) সেমকো, সেতু মার্কেটিং কোম্পানী এর দুইটি জাত (ক) সেমকো-৭০১ (ডিএফ-৪৬) (খ) সেমকো-৭০২ (এসএন ১৭৫), (৫) ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এর দুটি জাত (ক) টিকে-৬ (বাম্পার ধান-৩) (খ) টিকে -৮ (বাম্পার ধান-৭), (৬) ম্যাপ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর দুটি জাত (ক) ম্যাপ-১ (ফুজিয়ান-৪) (খ) ম্যাপ-২ (ফুজিয়ান-৫), (৭) ব্র্যাকের একটি জাত (ক) BW001 (জাগরণ-৩), (৮) এসিআই লিঃ এর দুটি জাত (ক) আর্লী-১১৫ (খ) মাষ্টার, (৯) বীজঘর এ্যাগ্রি ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর একটি জাত (ক) স্বর্ণালী বাফি-১ এবং (১০) সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ এর একটি জাত (ক) এস এইচ-৭ সহ মোট ১০টি প্রতিষ্ঠান/হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর ১৪টি হাইব্রিড জাতের সাথে চেক জাত ব্রি ধান-৩১ ও ব্রিধান-৩৩ (পর্যবেক্ষণ চেকজাত) সহ সর্বমোট ১৬টি জাতের ট্রায়ালের উদ্দেশ্যে (যা অত্র দপ্তর প্রদত্ত কোড নম্বর এইচ-২৭৬ থেকে এইচ-২৯১ পর্যন্ত চেক জাতসহ) দেশের ৬টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল বাস্তবায়নের পর মাঠ মুল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য থাকে, যে সকল জাতগুলো পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতের ক্ষেত্রে ১ম এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়ার ভিত্তিতে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য আহক্ষান করা হলে জনাব মোঃ তোফসির সিদ্দিকী, পরিচালক, এফ ডি, সভায় উল্লেখ করেন যে, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে কোড নং এইচ-২৯১ এর অনষ্টেশন ফলন চেকজাত হতে খারাপ অপর দিকে অনফার্মের ফলন খুবই ভাল। একই অঞ্চলে একই জাতের ফলনে এ ধরণের তারতম্য থাকার কি কারণ থাকতে পারে তা জানতে চান। এ বিষয়ে ডঃ এম এ খালেক মিয়া, অধ্যাপক, বশেমুরকৃবি, গাজীপুরও জনাব সিদ্দিকীর সাথে একমত পোষণ করেন।

এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফুর রহমান, জোষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বলেন যে, অনফার্মেও ফলন সকল ক্ষেত্রে খারাপ হয়েছে সেটা ট্রায়ালে দেখা যায়নি। তবে কোন জাতের Genetic make up ও পরিবেশগত কারণে একই অঞ্চলে কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে ফলনের তারতম্য হতে পারে। এ বিষয় জনাব মোঃ আঃ সোবহান ফেরদৌসি, আর এফ ও, বগুড়া বলেন যে, হাইব্রিড ট্রায়াল অত্যন্ত সতর্কতা ও যত্নসহকারে বাস্তবায়ন করা হয় এবং এ বিষয়ে কোন গাফিলতি করা হয় না। জনাব মোঃ আজিজুল হক, ম্যানেজার, আর এস পি আর, ব্র্যাক জানান যে, বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিন্তু আশাব্যঞ্জক কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমন মৌসুমে ফলাফল ভাল না হওয়ার পিছনে পরিবেশগত কিংবা। কারণ থাকতে পারে। এ সকল কারণগুলো বের করা দরকার বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ড. ময়নুল হক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বশেমুরকৃবি, বলেন যে, রংপুর অঞ্চলে হাইব্রিড ট্রায়াল পরিদর্শন কালে কিছু কিছু জাতে Lodging পরিলক্ষিত হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে,

হাইব্রিড জাত মূল্যায়নের বর্তমানে যে অনুমোদিত পদ্ধতি বা নীতি বিদ্যমান আছে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। তবে ট্রায়ালে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোম্পানী এসসিএ এর সাথে আরো সম্পৃক্ত হয়ে সঠিক ভাবে ট্রায়াল মূল্যায়নে অবদান রাখতে পারেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয় ২০০৭-০৮ আমন মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের কোড নং উন্মুক্ত করে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) আমন/২০০৭-২০০৮ মৌসুমে ট্রায়ালকৃত কোন Suitable বা মানসম্পন্ন জাত না পাওয়ায় কোন হাইব্রিড জাতকেই নিবন্ধনের সুপারিশ করা হয় নাই।

২) হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনকারী/আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীদে কে বৃষ্টি নির্ভর (under rainfed condition) চাষাবাদ করা যায় এমন উপযোগী ও উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত আমন মৌসুমে ট্রায়ালের জন্য নির্বাচন করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান বীজ প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী)।

৩) এসসিএ এর সাথে আলোচনাপূর্বক ট্রায়াল বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে কোম্পানীসমূহের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান বীজ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী)।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৬৫৯২-৪-৬-৪ সারিটি ব্রি ধান-৪৯ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

প্রস্তাবিত ব্রিধান-৪৯ এর কৌলিক সারিটি বিআর-6592-4-6-4| উক্ত কৌলিক সারিটি ব্রি উদ্ভাবিত অগ্রবর্তী সারি বিআর- 6962-12-4-1 এর সাথে আইআর- 33380-7-2-1-3 এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ব্রি'র বর্ণনামতে প্রস্তাবিত জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান ৩২ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী তবে বি আর-১১ জাতের চেয়ে এক সপ্তাহ আগাম। ব্রি ধান ৪৯ এর ঢলে পড়া প্রতিরোধ ক্ষমতা বিআর ১১ এর সমান যা ব্রি ধান ৩২ এ নেই। এ জাতে ফুল ফোটা ৩-৪ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যায় বলে বিআর ১১ এর চেয়ে হেক্টর প্রতি আধা টন এবং ব্রি ধান ৩২ এর চেয়ে ১ টন বেশী। এ জাতের চাল বহুল কাংক্ষিত নাইজারশাইলের মত। এছাড়া অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি বিআর ১১ জাতের মতই তবে বিআর ১১ এর চেয়ে খাটো। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া এবং লম্বা। এ জাতের ধানের দানা বিআর ১১ এবং ব্রিধান ৩২ জাতের চেয়ে চিকন। দানার উপরিভাগ সুচালো। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবন কাল ১৩২-১৩৪ দিন এবং ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২০ গ্রাম। ধানের শীষে দানাগুলো খুব ঘনভাবে সজ্জিত থাকে। পাকা ধানের রং খড়ের মত।

উক্ত জাতটি ২০০৬ রোপা আমন মৌসুমে দেশের ৭টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। ২টি স্থানে মূল্যায়ন দল কোনরূপ মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং চেক জাত থেকে প্রস্তাবিত জাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে।

ডঃ তমাল লতা আদিত্য, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, প্রস্তাবিত জাতটির Salient feature সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করে জানান যে, প্রস্তাবিত জাতটির ব্রিধান-৩২ থেকে দিন বেশী তবে বিআর-১১ এর চেয়ে প্রায় ৭ দিন কম। ফলন ব্রিধান ৩২ থেকে বেশী এবং বিআর-১১ এর সমতুল্য। ডঃ এম এ সালাম, পরিচালক (গবেষণা) ব্রি, বলেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো চারার উচ্চতা বিআর ১১ জাতের চেয়ে লম্বা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশী পানিতে রোপন যোগ্য তবে পরিপক্ক অবস্থায় বিআর ১১ জাত থেকে তুলনামূলকভাবে গাছ কিছুটা খাটো হওয়ায় এর Lodging registance আছে। ডঃ লুৎফুর রহমান, জৈষ্ঠ্যতম অধ্যাপক, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখ করেন যে, Salient feature দেখে জাতটি ফলনের দিক থেকে ব্রিধান ৩২ এর চেয়ে বেশী এবং বিআর ১১ জাতের সমকক্ষ মনে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিআর ১১ থেকে ভাল ফলনও পরিলক্ষিত হয়েছে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় এ জাতটির কৃষিতাত্ত্বিক গুণাগুণ ও breeding point of view তে নাইজারশাইলের মত এবং Amylose content ২৫% এর বেশী রয়েছে বিধায় জাতটির ছাড়করণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিআর-৬৫৯২-৪-৬-৪ সারিটিকে ব্রিধান-৪৯ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ BSMRAU, সালনা কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমন ধানের প্রস্তাবিত বিইউ ধান-১ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

বিইউ ধান ১ এর কৌলিক সারি নং BU 9625-12-15-50-74-123 যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কৌলিসম্পদ KK8 এবং বাংলাদেশের বাদশাভোগ এর মধ্যে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েক বছর পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফলন পাওয়ায় উক্ত সারিকে আমন মৌসুমের জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

প্রস্তাবিত বিইউ ধান ১ জাতের গাছ আকারে খাট এবং এটি একটি photoinsensitive জাত। এ জাতের উচ্চতা ১০৪ সে.মি. এবং জীবন কাল ১২০-১২৫ দিন। ১০০০টি ধানের ওজন ২৭.৭ গ্রাম, ধানের রং বাদামী, চাল সরু এবং রং সাদা। সরু জাতের ধানের চেয়ে গাছ খাট হওয়ায় জাতটি ঢলে পড়ে না। সরু জাতের প্রায় সব গুণাগুণ এ জাতটির মধ্যে বিদ্যমান, উপরোন্ত স্থানীয় সরু জাতসমূহের চেয়ে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৫ টন বেশী। জীবনকালও প্রচলিত সরু ধানসমূহ এবং আধুনিক সরু জাত ব্রি ধান ৩৭ এবং ব্রি ধান ৩৮ এর চেয়ে প্রায় ১ মাস কম।

উক্ত জাতটির ২০০৭ আমন মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর) ৯টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৯টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থানেই জাতটিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং ২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কোনরূপ মন্তব্য করে নাই। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পরপর ২ বছর ডিইউ টেষ্ট (DUS Test) সম্পন্ন করা হয়।

আলোচনার শুরুতে ডঃ আবদুল হামিদ, অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বশেমুরকৃবি, প্রস্তাবিত জাতের Salient feature সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করে বলেন যে, আমন মৌসুমে অনেক জাত ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মাঠে থাকে। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটি নভেম্বরের পূর্বে কাটা যাবে। ফলে বিশেষ করে দেশের উত্তর অঞ্চলে চাষীরা এ ধান কর্তন করে আগাম শীতকালীন শস্য আবাদ করতে পারবেন। অতঃপর ডঃ শহীদুল ইসলাম, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই বলেন যে, মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জাতে BLB, Sheath blight, Sheath rot and Brown spot প্রভৃতি রোগের লক্ষণ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এ সকল রোগ বালাই ETL এর মধ্যে আছে কিনা তা উল্লেখ করা দরকার। এ প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ডঃ আবদুল হামিদ বলেন যে, জুন মাসে বীজ তলায় ধান ফেলায় কিছুটা রোগ বালাই এর প্রার্দুভাব ঘটেছে তবে জুলাই মাসের ১ম দিকে বীজতলায় বীজ বনুলে এমনটি হয় না। ডঃ এম এ সালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত জাতটির উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যের দিকটি বিবেচনা করলে ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে চেক করা হলে ঠিক হতো। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যেহেতু প্রস্তাবিত জাতটি Non Aromatic ফলে Non Aromatic জাতের সাথে তুলনা করা সঠিক হতো। এ প্রেক্ষিতে ডঃ লুৎফুর রহমান বলেন যে, ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে প্রস্তাবিত জাতটির DUS Test এর ফলাফলে অবশ্যই ভিন্নতা থাকা আবশ্যক। ব্রি ধান ৩৯ এর সাথে DUS Test ভিন্নতা থাকলে জাতটির চালের গুণাগুণ (Quality Rice) ও জীবনকালের ভিত্তিতে ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, এ জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সর্বপ্রথম যার পিতৃ ও মাতৃ কৌলিক সারির (Parent lines) উভয়টিই দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে ব্যবহার করে উদ্ভাবন করা হয়েছে যা breeding point of view তে অত্যন্ত উৎসাহ ব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত জাতের সঠিক বপন/রোপণ তারিখ উল্লেখসহ ব্রিধান ৩৯ এর সাথে DUS Test এর ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদন জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় দাখিল সাপেক্ষে জাতটিকে বিইউ ধান-১ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বশেমুরকৃবি)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি ব্রি ধান-৪৮ হিসেবে ছাড়করণ প্রসংগে।

ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত বিআর-৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি sheath blight রোগ বিস্তারের প্রার্দুভাব সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা করা সাপেক্ষে ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী কর্তৃক জনাব মোঃ নুরুল হক, উপ পরিচালক (সম্প্রসারণ), ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকাকে আহ্বায়ক করে জনাব মোঃ আবুল হোসেন, ব্যবস্থাপক (কর্মসূচী), বিএডিসি, কৃষি ভবন, মতিঝিল, ঢাকা, ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি গাজীপুর, ডঃ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, এসএসও, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, বারি, গাজীপুর, ডঃ মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি কে সদস্য এবং জনাব আব্দুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভ্যারাইটি টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে সদস্য সচিব করে একটি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্রি কর্তৃক চারটি স্থানে যথা (ক) বিএডিসি ফার্ম, ইটাখোলা, হবিগঞ্জ; (খ) ব্রি, গাজীপুর; (গ) শ্রীপুর, গাজীপুর; এবং (ঘ) কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়ায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়। গঠিত কমিটি উক্ত জাতটির ট্রায়ালকৃত স্থানগুলোতে Sheath blight রোগ পর্যবেক্ষণ করে একটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর দাখিল করেন। অতঃপর উপস্থাপিত প্রতিরেদনটি কারিগরি কমিটির সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতের Sheath blight রোগের প্রকোপ

মাত্রায় সহনীয় পর্যায়ে আছে এবং জাতটির Sheath blight প্রতিরোধী বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় উক্ত কমিটি জাতটি ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আউশ ধানের প্রস্তাবিত ৫৫৬৩-৩-৩-৪-১ সারিটি Sheath blight রোগের প্রাদুর্ভাব সহনীয় মাত্রায় থাকায় প্রস্তাবিত সারিটি ব্রি ধান ৪৮ হিসেবে সারা দেশে আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত বিনা ধান-৭ এর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফলাফল প্রসংগে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭ হিসেবে ছাড়করণের নিমিত্তে গত ২০০৫-০৬ মৌসুমে ময়মনসিংহ অঞ্চলের যে ৪টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল জাতটিকে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করে নাই সে সকল স্থানে পুনঃট্রায়াল করার জন্য কারিগরি কমিটির ৫৬তম সভায় সিদ্ধান্ত ছিল। ঐ সকল স্থানে ২০০৬-০৭ আমন মৌসুমে পুনঃট্রায়াল বাস্তবায়নপূর্বক মাঠ মূল্যায়ণ করা হয়। উক্ত জাতটি ৪টি স্থানেই মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতে মাঠ মুল্যায়ণ দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনান্তে যেহেতু জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভায় জাতটিকে আমন মৌসুমে দেশের সকল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে, সেহেতু শুধু ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুনঃট্রায়ালের ফলাফলসহ পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডে উঠানোর প্রয়োজন নেই বলে কমিটি মনে করে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টিএনডিবি-১০০ লাইনটি বিনা ধান-৭ হিসেবে ইতিপূর্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪ তম সভায় আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হয়েছে এবং কারিগরি কমিটির ৫৬তম সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত ছাড়কৃত জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলের ট্রায়াল ফলাফলও সন্তোষজনক পাওয়া গিয়েছে। তাই এ জাতটিকে জাতীয় বীজ বোর্ডে পুনরায় উত্থাপনের প্রয়োজন নেই।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-ক ঃ আলুর গ্রেড নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আবেদন।

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, মহা ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা কর্তৃক দাখিলকৃত ২০০৭-০৮ সালে উৎপাদিত ভিত্তি বীজ আলু পূর্বের ন্যায় 'এ' গ্রেড (২৮-৪০ মিঃ মিঃ), 'বি' (৪১-৫৫ মিঃ মিঃ), 'আন্ডার সাইজ' (২০-২৭ মিঃ মিঃ) এবং ওভার সাইজ (৫৬-৬০ মিঃ মিঃ) এ ৪টি গ্রেডে প্রত্যয়ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। বিষয়টির উপর সভাপতি মহোদয় আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন যে, আলুর বর্তমান গ্রেড তিনটি যথা- গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে এটা পরিবর্তন করা হলে আন্তর্জাতিক ভাবে দেশ ক্ষতিগস্থ হতে পারে এবং সাথে সাথে দেশের কৃষকরাও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত আলুর গ্রেড তিনটি যথা-গ্রেড-এ (২৮-৩৫ মিঃ মিঃ ব্যাস), গ্রেড-বি (৩৬-৪৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) ও গ্রেড-সি (৪৬-৫৫ মিঃ মিঃ ব্যাস) বহাল থাকবে। তবে এ বিষয়ে আগামী সভায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য পুনরায় উত্থাপন করতে হবে। উক্ত সভায় আর্ন্তজাতিক আলুর গ্রেড সম্মন্ধে বিএডিসি প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(ননী গোপাল রায়)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।